স্পঞ্জ আয়রণ দূষণ এবং প্রতিবাদী কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গণকনভেনশন

রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড়শো বছর। রবীন্দ্র স্মৃতিতে মগ্ন এ বাংলা। আমরা যারা বিজ্ঞান-পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত— আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর বর্ণনাটা বারবার ভেসে উঠছে। পাতাল ফুঁড়ে তাল তাল সোনা তোলা হচ্ছে কিন্তু মানুষগুলো সব ছায়া ছায়া।

বর্ণনাটা আজকের দিনে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। পাতাল ফুঁড়ে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে রাশি রাশি কয়লা, লৌহ, আকরিক—প্রস্তুত হচ্ছে স্পঞ্জ আয়রণ। লাভ হচ্ছে সোনার মত মুনাফা। কারখানার চিমনী থেকে নির্গত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ। মাটি, গাছ, ফুল, ফল, ফসল থেকে সমস্ত সবুজ অবলুপ্ত। দূষিত পুকুর-খাল-বিলের জল, লুণ্ঠিত মাটির তলায় সঞ্চিত পানীয় জল। প্রতি ১০০ টন স্পঞ্জ আয়রণ উৎপাদনে কম করও ১.৬০ লক্ষ লিটার জল লাগে। অর্থাৎ প্রায় ৮০ হাজার মানুষের পানীয় জল গ্রাস করে প্রস্তুত হয় ১০০ টন ইস্পাত। বিনিময়ে উদ্‌গীরণ করে ১০০-২০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ২৫-৩০ টন বর্জ্য পদার্থ, ১০ টনের মতো ধূলিকণা। ঝাড়গ্রাম ব্লকের গজাশিমূল, মোহনপুর, জিতুশোল অঞ্চলের রশ্মি ইস্পাত, রশ্মি সিমেন্ট (আয়রণ ডিভিশন), আর্যাবর্ত— এই তিনটি স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার দূষণে এলাকার প্রায় লক্ষাধিক গ্রামবাসী আক্রান্ত। এভাবেই দিন-মাস-বছর গেছে, এলাকার জল, জমি, জীবিকা, জঙ্গল সব ধীরে ধীরে দূষণের কবলে পড়ে শেষ হয়েছে।

হেমন্ত মাহাতো স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ও পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্য। বিগত ছয় বছর ধরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। পর্ষদের নানান শুনানিতে অংশ নিয়েছেন, গ্রামবাসীদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি এলাকার মানুষদের সংগঠিত করেছেন। গণস্বাক্ষরিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন। উপাংশু মাহাতো রাজনৈতিক কর্মী। এইরকম সব মানুষদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'ঝাড়গ্রাম পরিবেশ দূষণ বিরোধী প্রতিরোধ কমিটি'। কলকাতার 'নাগরিক মঞ্চ' ও 'ঝাড়গ্রাম পরিবেশ দূষণ বিরোধী প্রতিরোধ কমিটি' যৌথভাবে স্পঞ্জ আয়রণের বিরুদ্ধে সরকার ও পর্ষদের কাছে নানান অভিযোগ জানিয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ২০০৭ সালে একটি নির্দেশিকায় Sitting guideline for Sponge Iron Plants (Section 7,11), রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদগুলিকে এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। অপর এক নির্দেশিকায় বলা হয় যে জনবসতি, গ্রাম বা স্পর্শকাতর অঞ্চল থেকে ন্যূনতম ১ কিলোমিটার দূরত্বে কারখানা করতে হবে।

সরকার, প্রশাসন, পর্ষদ, স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার মালিকদের এক অশুভ আঁতাতে এসব নির্দেশিকা লাগু হয় না। অন্যদিকে উপাংশু মাহাতো, হেমন্ত মাহাতোদের মত পরিবেশ কর্মীদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৫শে জুলাই, ২০১০ 'ঝাড়গ্রাম পরিবেশ বিরোধী দূষণ প্রতিরোধ কমিটি' ঝাড়গ্রামে 'দেবেন্দ্র মোহন হলে' এক দূষণ বিরোধী গণ কনভেনশনের আয়োজন করেন। সভা করার লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়। ১২ জুলাই এস.ডি.ও অনুমতি দিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করেন। সভার বাইরে মাইক ব্যবহার করা যাবে না, মিছিল করা যাবে না ইত্যাদি। ২৪শে জুলাই, ঠিক সভার আগের দিন এস. ডি. ও. অপর এক আদেশে সভা বাতিল করে দেন। ঐ আদেশে বলা হয় পি.সি. পি. এ-র কার্যকলাপের ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবার সম্ভাবনা আছে বলে পুলিশের অভিমত।

এসব ঘটনা থেকে একটা বার্তাই জনসমক্ষে পৌঁছয় যে সরকার-প্রশাসনের সঙ্গে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার মালিকদের একটা অশুভ আঁতাত বেশ পোক্ত।

এতদিন আমরা সরকার-প্রশাসন-স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার মালিকদের এক আঁতাতের সম্ভাবনার কথা বলে আসছিলাম কিন্তু ১৭ই আগস্ট নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নব দত্তের অবৈধ গ্রেপ্তার সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করল। কী ঘটেছিল সেদিন!

নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নব দত্ত ও তিন সদস্য—প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী, দীপঙ্কর মজুমদার ও গৌতম ঘোষ কলকাতা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণ গড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মেদিনীপুরের লোধা-শবর কল্যান সমিতি' নারায়ণগড় বি.ডি.ও অফিসের সামনে ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক গন অবস্থানের ডাক দিয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন নাগরিক মঞ্চের বন্ধুরা।

বিকেলে ফেরার পথে নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নব দত্তকে বিনা সমন/কাস্টডি মেমো ছাড়া নারায়ণগড় থানার ও বেলদা থানার ও.সি আটক করেন। সেদিন নব দত্তকে নারায়ণগড়-খড়্গপুর-সাদাতপুর-মানিকপাড়া ইনিভেস্টিগেশন সেন্টার বিট হাউস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে ঘুরিয়ে হেনস্থা ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। অবশেষে সাদাতপুরে রাত ১০টায় অ্যারেস্ট মেমো ধরায় (২২৭/২০০৯)। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অস্ত্র আইনের অভিযোগ সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় সরকার নব দত্তের বিরুদ্ধে ১৭ দফা অভিযোগ আনে। বলা হয় জিতুশোলে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানায় ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ গণবিক্ষোভে অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটের ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। নব দত্তর মত এক গণতন্ত্রপ্রিয় সমাজকর্মীর উপর সরকার-পুলিশ প্রশাসনের এ হেন আক্রমন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মেনে নিতে পারেন নি। সংবাদ মাধ্যমগুলিতে নব দত্তর গ্রেপ্তারের খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সামগ্রিক ক্ষোভ, প্রতিবাদ এতটাই জোরালো ছিল যে সরকার-পুলিশ-প্রশাসন ১৮ই আগস্ট ঝাড়গ্রাম আদালতে নব দত্তকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৩-টায় কলকাতায় মৌলালী যুব কেন্দ্রে 'স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা সৃষ্ট দূষণ বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক ও দূষণ বিরোধী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের' দাবীতে গণকনভেনশন আয়োজন করা হয়েছে ।

আপনিও আসুন।

অভিনন্দন সহ —

গণউদ্যোগ, চাকদা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, APDR, MASUM, FAMA, দিশা, NAPM, বন্দী মুক্তি কমিটি, AICCTU, সৃজন, AWBSRU, TASAM এবং বি-সংবাদ, লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, জনস্বার্থ, সবুজ মঞ্চ, উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভাবনা, ঝাড়গ্রাম পরিবেশ দূষণ বিরোধী প্রতিরোধ কমিটি, রাষ্ট্রীয় বন ও জন শ্রমজীবি মঞ্চ, আদিবাসী ও বনবাসী অধিকার মঞ্চ, বৃহত্তর কলকাতা খালপাড় ও বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, বিজল্প, শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবি মঞ্চ, জনস্বাস্থ্য ও স্বাধিকার মঞ্চ, হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ, ফোরাম ফর মেন্টাল হেলথ্ মুভমেন্ট, অক্কোলিষ্ক, মানস এবং নাগরিক মঞ্চ।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পবন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রজ্ঞা প্রকাশনী কর্তৃক মুদ্রিত